দৈনিক বাংলা

00 010

তারিখ ... 19.6.84 ...
পৃষ্ঠা ... 5 কলাম ... 3 ...

বৃত্তি পেয়ে বিড়ম্বনা

বৃত্তির টাকা চাই—এই মর্মে এক চিঠি বেরিয়েছে গত ১৭ই জুনের দৈনিক বাংলার 'জনমত' কলামে। ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্ট-পুলে বৃত্তিপ্রাপ্ত জনৈক শিক্ষার্থী এখন পর্যন্তও সেই বৃত্তির টাকা না পাওয়ায় আলোচ্য চিঠির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন তাকে টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দেয়ার জন্য।

আলোচ্য পত্রলেখক লিখেছেন, 'আমি বিগত ইং ১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় কবুতরখোলা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে টেলেন্টপুলে বৃত্তি পাই। আমার রোল নং ছিলো ৬, কেন্দ্র শনীনগর পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা। বর্তমানে আমি ভাগ্যকুল হরেন্দ্রলাল উচ্চ বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আছি। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমি অদ্য পর্যন্ত আমার বৃত্তির টাকা পয়সাও পাইনি।'

১৯৮২ সালে অনুষ্ঠিত প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় টেলেন্টপুলে বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও, এতদিনেও কেন এই কৃতী শিক্ষার্থী বৃত্তির টাকা পেলেন না, তার প্রকৃত কারণ কি তা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষই ভালো বলতে পারবেন। তবে বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও বৃত্তির টাকা না পাওয়ার এই সমস্যাটা শুধু আলোচ্য পত্রলেখকের কোনো একক সমস্যা নয়, কেননা, খুঁজে দেখলে হয়তো দেখা যাবে অনুরূপ ব্যাপার অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটেছে।

বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও, বৃত্তির টাকা না পাওয়া কিংবা বিলম্বে পাওয়া—এ ধরনের সমস্যা যে অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে, তা নিয়ে বিভিন্ন সময়ে পত্রপত্রিকায়ও খবর, প্রতিবেদন, চিঠিপত্র ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছে। পুরানো পত্রপত্রিকার ফাইল ঘাঁটলে এর নিদর্শন কিছু কিছু অবশ্যই মিলবে। বলা বাহুল্য, বৃত্তির টাকা না পাওয়া গেলে কিংবা পেতে বিলম্ব হলে, সংশ্লিষ্ট শিক্ষার্থীরা অথবা তাদের অভিভাবকরা প্রথমে সরাসরি শিক্ষা-বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের সাথেই সাধারণত যোগাযোগ করেন তাঁদের প্রতিই আবেদন জানান। কিন্তু তাতে কোন ফল না মিললে তবেই সংবাদপত্রের শরণাপন্ন হন।

দু'বছর আগে বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও, এখনও বৃত্তির টাকা না পাওয়ার ব্যাপারে আলোচ্য পত্রলেখক শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কি ঘটেছে, অর্থাৎ দৈনিক বাংলার 'জনমত' কলামে চিঠি লেখার আগে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তিনি সরাসরি আবেদন জানিয়েছেন কিনা, আমরা জানি না। তবে সবার পক্ষেই যে আলোচ্য পত্রলেখক শিক্ষার্থীর মতো সংবাদপত্রে চিঠি লেখা এবং তার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানানো সম্ভব হয় না এটা সহজেই অনুমেয়। কেননা, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায়, বৃত্তির টাকা না পাওয়া এবং পেতে বিলম্ব হওয়া সত্ত্বেও অনেকেই অপেক্ষায় কিংবা আশায়-আশায় চুপ করে থাকেন।

বৃত্তি যারা পান বৃত্তির টাকাও তারা যথাসময়ে এবং ঠিকভাবে পাবেন, এই টাকা পাওয়ার ব্যাপারে কোনরূপ বিলম্ব ঘটবে না, এটাই স্বাভাবিক এবং প্রত্যাশিত। কেননা, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব শুধু বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করাই নয়, কৃতী শিক্ষার্থী—তথা বৃত্তিপ্রাপ্তরা যাতে যথাসময়ে বৃত্তির টাকাও পায়, সেটাও নিশ্চিত করা। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্তির টাকা পান বটে, কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে, অনেকের ক্ষেত্রে ভিন্ন ধরণের ব্যাপার ঘটে—অর্থাৎ বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও বৃত্তির টাকা তাদের হাতে সহজে পৌঁছায় না, কোন কোন ক্ষেত্রে অস্বাভাবিক বিলম্বও ঘটে থাকে। যদি তেমন না ঘটতো তাহলে হয়তো আলোচ্য পত্র লেখক শিক্ষার্থীকে সংবাদপত্রের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি আবেদন জানাতে হতো না।

প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমেই সফল ও কৃতী শিক্ষার্থীরা বৃত্তি পেয়ে থাকেন, তা সে প্রাইমারী শ্রেণীর বৃত্তি হোক কিংবা হোক উচ্চতর শ্রেণীর বৃত্তি। এ দিক থেকে দেখতে গেলে, বৃত্তি পাওয়ার ব্যাপারটা টেলেন্ট তথা প্রতিভা ও কৃতিত্বেরই পরিচায়ক দ্যোতক ও প্রতীক। কিন্তু যেহেতু বৃত্তির সাথে অর্থনৈতিক ব্যাপারটা জড়িত, অর্থাৎ বৃত্তিদানের উদ্দেশ্য হলো শিক্ষার্থীর মেধা, প্রতিভা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দেয়া এবং একই সাথে অর্থনৈতিক দিক থেকেও কিছুটা সহায়তা দান, সে কারণে শুধু বৃত্তিপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণাই যথেষ্ট নয় সবাই যাতে যথাসময়ে বৃত্তির টাকাও পায়, সেটা নিশ্চিত করাও বাঞ্ছনীয়।

আমাদের মতো দরিদ্র এবং শিক্ষাদীক্ষার দিক থেকে অনগ্রসর দেশে বৃত্তির টাকাটা বৃত্তিপ্রাপ্তদের হাতে যথাসময়ে পৌঁছে দেয়ার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব খুবই বেশি। কেননা, এদেশের অধিকাংশ অভিভাবক এবং শিক্ষার্থীই দারিদ্র্য প্রপীড়িত, অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাব শিক্ষাদান ও গ্রহণের পথে একটা বড় অন্তরায়। বস্তুত, অভিভাবকের অর্থনৈতিক সঙ্গতি এবং শিক্ষার খরচ বহনের ক্ষমতা না থাকার কারণেই আমাদের মতো দারিদ্র্য প্রপীড়িত দেশে বহু শিক্ষার্থীই উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করতে পারে না, মেধাবী হওয়া সত্ত্বেও, মধ্য পথেই অনেকের শিক্ষায় সমাপ্তি টানতে হয়। এমন কি, একই কারণে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা লাভও অগণিত লোকের পক্ষে সম্ভব হয় না।

আমাদের দেশে শিক্ষা এমনিতেই ব্যয়বহুল। বস্তুত শিক্ষা পেতে হলে নানা খাতে যথেষ্ট ব্যয় করার ক্ষমতা থাকা চাই। উচ্চ শিক্ষা পেতে হলে তো এই ক্ষমতা আরও বেশি থাকা দরকার। এমন যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা—যাতে ব্যয়ের ব্যাপারটা ন্যূনতম, এবং তুলনামূলকভাবে অনেক কম সেই ব্যয়ভার বহনের ক্ষমতাও অধিকাংশ অভিভাবক ও শিক্ষার্থীর নেই। কেননা, শিক্ষা পেতে হলে স্কুল-কলেজের বেতন যদি নাও লাগে, তাহলেও খাতা-কলম, বইপত্র, পোশাক-আশাক, যাতায়াত ইত্যাদি খাতেও যথেষ্ট খরচ করার প্রয়োজন পড়ে। দূরদূরান্তরে গিয়ে কিংবা হোস্টেল অথবা অন্য কোথাও থেকে পড়তে হলে তো, অনেক ক্ষেত্রে বিপুল ব্যয়ই করতে হয়।

সরকারী বৃত্তি হোক আর বেসরকারী বৃত্তি হোক, বৃত্তির টাকাটা যথাসময়ে ও ঠিকমত পেলে, বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা যেমন উৎসাহিত বোধ করেন, উপকৃতও হন অর্থনৈতিক দিক থেকে। যাদের অর্থনৈতিক সঙ্গতি সীমাবদ্ধ, যারা গরীব এবং যাদের ওপর চাপ বেশি, তাদের অভিভাবকরাও এ থেকে বেশ উপকৃত হন, বৃত্তির টাকা তাদের জন্যে বিশেষ সহায়ক হয়েই আসে। বাস্তব কারণেই, বৃত্তি দেয়ার ব্যাপারে যেমন শিক্ষার্থীর মেধা পরীক্ষায় সাফল্য ও কৃতিত্বের ব্যাপারটাকে বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়, তেমনি বেসরকারী ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক সংস্থার বৃত্তিদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর তথা তার অভিভাবকের অর্থনৈতিক সঙ্গতির অভাবের দিকটাও বিশেষভাবে বিবেচনা করা হয়।

আলোচ্য পত্রলেখক শিক্ষার্থীর প্রাপ্য বৃত্তির টাকা দু বছরেও না পাওয়ার ফলে, অর্থনৈতিক কারণে তার শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা হয়েছে কিনা, সেটা তিনি এবং তার অভিভাবকই জানেন। তবে তা হয়ে থাক আর নাই থাক, মেধা ও কৃতিত্বের স্বীকৃতির স্মারক বৃত্তির টাকাটা পেলে যে অর্থনৈতিক দিক থেকেও তারা উপকৃত হবেন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। পত্র লেখকের ভাষায় : আমাকে বৃত্তির টাকা পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়ে উপকৃত করবেন। আমরা আশা করবো, আলোচ্য পত্র লেখক শিক্ষার্থী এবং তার মতোই আরও যারা বৃত্তি পাওয়া সত্ত্বেও, বৃত্তির টাকা থেকে বঞ্চিত রয়েছেন, তারা যাতে এই টাকা পান—সে ব্যবস্থা নেয়া হবে। যে কোনো কারণেই হোক না কেন, এ ব্যাপারে যদি কোনো রূপ বিলম্ব কিংবা বঞ্চনার ব্যাপার ঘটে, তাহলে সেটা হবে খুবই দুঃখজনক।

—সমীক্ষক